আজকাল কলকাতা শুক্রবার ৪ নভেম্বর ২০১৬

‘সবার শৌচাগার’ প্রকল্পে সফল নদীয়া, মৃত্যু নেই ডায়েরিয়ায়

অমিতকুমার ঘোষ

কৃষ্ণনগর, ৩ নভেম্বর— ‘উন্মুক্ত শৌচবিহীন’ জেলা হিসাবে নদীয়া জেলাকে ঘোষণা করার পর প্রায় দেড় বছর কেটে গেছে। ‘সবার শৌচাগার’ প্রকল্পের সফল রূপায়ণের মাধ্যমে এই তকমা পেয়েছিল নদীয়া জেলা। কিন্তু শুধু তকমা নয়, এই কাজের সুফল ইতিমধ্যেই পেতে শুরু করেছে নদীয়া জেলা। জলবাহিত রোগের আক্রান্তের সংখ্যা ইতিমধ্যে এই জেলায় উল্লেখযোগ্যভাবে কমে গেছে। খোলা স্থানে মলত্যাগ করলে তা থেকে রোগ ছড়ায়। বিশেষ করে বর্ষাকালে জলবাহিত রোগ ডায়েরিয়ার প্রকোপ বাড়ে। এই রোগে যেমন আক্রান্ত হন অনেকে, তেমনি কেউ কেউ মারাও যান। মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি ২০১৫ সালের ৩০ এপ্রিল কৃষ্ণনগরে এসে নদীয়া জেলাকে প্রথম উন্মুক্ত শৌচবিহীন জেলা হিসেবে ঘোষণা করেছিলেন। তারপর থেকেই জলবাহিত রোগের প্রাদুর্ভাব কমেছে। জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডা. তাপস রায় জানিয়েছেন, ‘জলবাহিত রোগ যেমন ডায়েরিয়া, টাইফয়েড ইতিমধ্যেই এই জেলায় আক্রান্তের সংখ্যায় প্রায় ৩০ শতাংশ কমেছে।’ অন্যদিকে জেলা প্রসাসন সূত্রে জানা গেছে, ২০১৬ সালে ডায়েরিয়ায় কেই মারা যাননি। কিন্তু ২০১৫ সালে ২২ জন মারা গিয়েছিলেন। তার আগের দু’বছর অর্থাৎ ২০১৪ ও ২০১৩ সালে এই রোগে মৃত্যু যথাক্রমে ২৮ এবং ৪১। অর্থাৎ ২০১৩ সালের ২ অক্টোবর সবার শৌচাগার প্রকল্প চালু হওয়ার পর থেকেই ডায়েরিয়ায় মৃত্যুর সংখ্যা কমেছে এবং ২০১৬-এ মৃত্যু সংখ্যা হয়েছে শূন্য। নদীয়া জেলা পরিষদের সভাধিপতি বাণীকুমার রায় জানিয়েছেন, উন্মুক্ত শৌচবিহীন জেলা হওয়ার ফলেই ডায়েরিয়ার প্রকোপ কমেছে। এই পরিস্থিতি কিন্তু একদিনে হয়নি। ২০১৩ সালে তৎকালীন জেলাশাসক ডা. পি বি সালিম দেখেন এই জেলায় উন্মুক্ত স্থানে মলত্যাগের সংখ্যা এই অত্যাধুনিক যুগে অত্যন্ত বেশি। গ্রামে বহু পরিবারে স্বাস্থ্যসম্মত শৌচাগার নেই। তিনি ‘সবার শৌচাগার’ নামে এক প্রকল্প চালু করেন। তিনটি সরকারি প্রকল্পকে একত্র করে এই প্রকল্প চালু করা হয়। এর উদ্দেশ্য জেলার সব পরিবারে শৌচাগার তৈরি করে দেওয়া। তারপর থেকে বছর দেড়েকের মধ্যেই এই প্রকল্পের মাধ্যমে সব পরিবারে শৌচাগার বানিয়ে দেওয়া হয়। গ্রামে শৌচাগার থাকলেও তা ব্যবহারের অভ্যাস ছিল না অনেকেরই। সেই অভ্যাস যাতে চালু হয় সেজন্যে বিভিন্ন এলাকায় সচেতনতা কর্মসূচি চালু হয়। পাশাপাশি নজরদারি কমিটিও কাজ শুরু করে। জেলাশাসক-সহ বিভিন্ন সরকারি আধিকারিক ভোরবেলা জেলার বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে পরিদর্শন শুরু করেন যাতে উন্মুক্ত শৌচকর্ম একেবারে বন্ধ হয়। শেষ পর্যন্ত ২০১৫-র ৩০ এপ্রিল মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি কৃষ্ণনগরে এসে নদীয়া জেলাকে প্রথম উন্মুক্ত শৌচবিহীন জেলা হিসাবে ঘোষণা করেন।

Office of the Dist. Information & Cultural Officer * Nadia *

পৃষ্ঠা - ৩

আজকাল · ৪ঠা নভেম্বর ২০১৬